কিশোরদের

প্রিয় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি দীর্ঘদিন পর *কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আগ্রহের সঙ্গেই এগিয়ে এসেছে অধুনা ইসলামিক প্রকাশনাজগতে সাড়া জাগানো প্রতিষ্ঠান রাহনুমা প্রকাশনী। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ইসলামিক প্রকাশনার আধুনিকায়নে যে ভূমিকা রেখেছে—সত্যিই ঈর্ষণীয়। তাদের এই উদ্যোগ ও সক্রিয়তাকে স্বাগত জানাই। দুআ করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই আন্তরিকতা কবূল করুন। ইসলামী প্রকাশনা-অঙ্গনের উন্নয়নে আরও বেশি ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করুন।

স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সংস্করণে ভাষাগত পরিবর্তন এবং অন্যান্য আরও অনেক বিষয় পূর্বের থেকেও আকর্ষণীয় ও নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষত বইটি কিশোরদের উদ্দেশ্য করে গল্প বলার ঢঙে পরিবেশন এবং বইয়ের আকার যথাসম্ভব ছোট রাখার চেষ্টার কারণে এখানে প্রত্যেকটি ঘটনা এবং তথ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে টীকা আকারে তথ্যসূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। বরং উল্লেখিত প্রত্যেকটি ঘটনা-তথ্যই বইয়ের শেষে লেখা বইতালিকা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের নতুন সংস্করণে যদিও পূর্বের মতো টীকা সংযোজন করা হলো না, তথাপি সম্পূর্ণ বইটিতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি ঘটনা এবং তথ্য যথাযথ প্রতিষ্ঠান থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিগণের দ্বারা পুনরায় যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়েই তবে তা প্রকাশ করা হলো। কোনো ঘটনা বা তথ্যের ব্যাপারে কারও কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে প্রকাশনীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তার সদুত্তর পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিশেষ অবদান যাঁর, তিনি আমার অগ্রজ ভাই ও বন্ধু, হারানো ইতিহাসের অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষক, লেখক, সাহিত্যসংগঠক, সাংবাদিক ও সম্পাদক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ। চলার পথে বিভিন্ন সময় যাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, পরামর্শ, উৎসাহ আমাকে এই পর্যন্ত টেনে এসেছে। এই ঋণ কখনোই শোধরানো যাবে না। আমি আজীবন তাঁর নিকট ঋণগ্রস্ত থাকতে চাই।

বইটির এই সংস্করণ প্রকাশের সংবাদ শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে যে, সে আমার জীবনসঙ্গিনী রওশন আরা আক্তার ইরা—আমার লেখালেখি, পড়াশোনা ও প্রেরণার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা তার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা—তিনি এই প্রেরণার শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে দিন।

মুহাম্মদ আসআদুজ্জামান

প্রথম প্রকাশকের কথা

আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে যাত্রা শুরু করেছি। ইতিহাস-বিশ্লেষকরা বলেন, এ শতাব্দী ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের শতাব্দী। এ শতাব্দীতেই মুসলমানরা বিশ্বনেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন হবে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা কী করে সম্ভব? বিশ্বের নানা জনপদে নানাভাবে মুসলমানরা আজ নির্যাতিত। শক্তি-সামর্থ্যের দৌড়ে মুসলমানরা এখনো অনেক পিছিয়ে। অনৈক্য, বিভেদ, অসংহতি মুসলিমসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গেছে। অপসংস্কৃতি আর পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় মুসলিম রাজন্যবর্গ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরপরেও কি আমরা বলব, একবিংশ শতাব্দী মুসলমানদের বিজয়ের শতাব্দী?

হ্যাঁ, আমরা তা-ই মনে করি। এ শতাব্দী মুসলমানদেরই শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই মুসলমানরা বিশ্ব জয় করবে। তার আলামত ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনপদে দেখা দিতে শুরু করেছে। চেচনিয়া, কাশ্মীর, আফগান, মিন্দনাও, আরাকান, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন জনপদে মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রাম, যুদ্ধ, শাহাদাত সে ইঙ্গিতই বহন করে। শতাব্দীর যাত্রা কেবল শুরু হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও আস্থা ক্রমেই দৃঢ় হতে দেখা যাচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি, অল্পদিনেই এ আস্থা ও সংহতি ইস্পাতকঠিন ঐক্যে রূপ নেবে। তারপরই শুরু হবে মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী নবজয়যাত্রা। আর এই নবযাত্রাকেই বলা হয় রেনেসাঁ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো জাতির জীবনে সহসা এই রেনেসাঁ আসেনি। এর জন্য অনেক

ত্যাগ, অনেক রক্ত, অনেক শ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে বহুমুখী আয়োজনের। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও বরণীয় মনীষীদের গৌরবোজ্জ্বল জীবনগাথা।

আমরা মুসলমান। আমাদের বরণীয়, স্মরণীয় ও অনুকরণীয় প্রথম পুরুষ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের রেনেসাঁর প্রধান প্রেরণাপুরুষও তিনি। তারপর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন—এভাবে অদ্যাবধি যে সকল ইসলামের সিপাহসালাররা গুজরে গেছেন। তাঁদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের আত্মপরিচয়।

কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থের মাধ্যমে *রেনেসাঁ কো-অপারেটিভ পাবলিকেশন* যেমন প্রকাশনার জগতে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে, তেমনি নামের সাথে কাজের সামঞ্জস্য বিধান করতেও ইচ্ছুক। আমরা চাই পর্যায়ক্রমে ইসলামী ইতিহাসের সোনার সন্তানদের জীবন-চিত্র নতুন আঙ্গিকে মুসলিমসমাজের সামনে তুলে ধরতে। যাতে দুইশো বছর গোলামীর ফলে আমাদের সমাজদেহে যে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা ঝেড়ে ফেলে সমাজ আবার নতুন করে মুক্তির শ্লোগানে মেতে উঠতে পারে। নিজেদের আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে। 'খলিফাতুল্লাহর' আসন পুনরুদ্ধার করতে পারে। আমরা সকলের সহযোগিতা ও দুআ কামনা করি।

লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান নবী-জীবনের আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোর ও তরুণসমাজকে সে পথেই আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা

তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট তুলে ধরে কিশোরদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী যেভাবে উপস্থাপন করেছেন—তা সত্যিই ব্যতিক্রম, প্রশংসাযোগ্য ও অনন্য।

তিনি সহজ সরল অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় জাতির প্রাণশক্তি শিশু-কিশোরদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে ডেকেছেন। আমরা মনে করি নবীজীবনী রচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। যা বর্তমান সময়ে একান্তই প্রয়োজন ছিল। এমন একটি গ্রন্থ দিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারায় আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

আল্লাহ পাক লেখকের এ শ্রম কবূল করুন। রেনেসাঁ কো-অপারেটিভ পাবলিকেশনকে কবূল করুন। আগামীতে আরও সুন্দর আরও মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশের তৌফিক দান করুন। আমীন!

অধ্যাপক (মাওলানা) মুহাম্মদ আলাউদ্দীন চৌধুরী
পরিচালক
রেনেসাঁ কো-অপারেটিভ পাবলিকেশন
চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্যে, সাধারণ মানবীয় গুণের সঙ্গে কতগুলি অসাধারণ অনুকরণীয় আদর্শের সমাবেশ বিদ্যমান। তাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন যত সহজ, মানবজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর জীবনী হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ তত সহজ নয়। তাঁর জীবন একদিকে যেমন দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত জাগতিক, অপর দিকে তেমনি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত—শ্বেত শুভ্র সমুজ্জ্বল পারত্রিক। তাঁর মধ্যে পাপপঙ্কিল পার্থিব বাস্তবতায় কণ্টকিত বস্তু কেন্দ্রিক কামনা-বাসনা দেহসর্বস্ব চেতনার অবলম্বনে অধ্যাত্ম-সাধনার অপার্থিব চিৎপ্রকর্ষের কুসুম পেলব পারমার্থিক অভিব্যক্তি এক অকল্পনীয় স্বরূপে অভিব্যক্ত। তাঁকে ভালোবাসা যায়, ভক্তি আদর স্নেহ মায়া মমতা ঘেরা পার্থিব মানবিক আবেদনে আপন করা যায়, কিন্তু পরমাত্মার সান্নিধ্য-চেতনায় সমৃদ্ধ শুদ্ধ তৃপ্ত সুরভিত 'নাফসুল মুতমাইন্না' ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক মোহময় পরিমণ্ডলে পরিবৃত। এ যেন সে আলোকিত বৃক্ষের নির্মল স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা যার ঔজ্জ্বল্যে দিক উদ্ভাসিত, কিন্তু তা ধরা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক অনুভূতি-বহির্ভূত সত্ত্বা। এর যোগাযোগ বস্তুর অভ্যন্তরে নির্বস্তুর, দেহের অভ্যন্তরে দেহহীন উপলব্ধ সত্য। এ হেন জীবনকে আত্মসাৎ করে জাগতিক ভাষায় তাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণ সাধারণের কাজ নয়। এতো 'নার'কে অবলম্বন করে 'নূরের' বিকাশ। 'নার' বস্তু সত্য। কিন্তু বস্তু বলেই বাস্তবে নির্বস্তু সত্য উপলব্ধি করা যায় না। তার মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত 'নূর' কেবল তাঁর হৃদয়েই অনুভূত হয়, যিনি 'দানা ফাতাদাল্লা'র আনন্দে মুগ্ধ-অভিভূত।

এখানেই মানব-অমানবের, বস্তু-নির্বস্তুর সম্মিলন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অলৌকিক রূপ বিকাশ যে মানব-সত্তায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে, সে আহাদ থেকেই আহমদ। আর তিনিই তিনি, হুয়া হুয়া। সে অসামান্যকে সামান্যে রূপায়ণ তখনই সম্ভব যখন আত্মসত্তার বিলুপ্তি ঘটে। যার হৃদয়ের আয়নায় তার প্রতিফলন স্পষ্ট, তিনিই অভিব্যক্তির পরিচর্যায় কামিয়াব। মাওলানা আসআদুজ্জামান প্রণীত *কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* শীর্ষক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, গ্রন্থকর্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ভালোভাবে পাঠ করেছেন এবং তা আত্মস্থ করে বাংলা ভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিবেশন করেছেন। বাংলা ভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের নানাদিক আলোচনা করে শতাধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে দুই কুড়িরও বেশি পুস্তক শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে লিখিত। বয়স্কদের জন্য এবং শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু লেখা এক নয়। অল্পবয়স্কদের কাছে কিছু উপস্থাপনায় বিশেষ শিল্প-বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদের মনের ভেতর প্রবেশ করে তাদের প্রাণের কথাটি টেনে বের করা একটি বিশেষ আর্ট। ভাষা, পরিবেশনাস্টাইল সব ব্যাপারে একটি আলাদা উপলব্ধি জাত বোধ আয়ত্তে না থাকলে তাদের কাছে কিছু বলে 'কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিয়ে প্রাণ আকুল করা' যায় না। লক্ষণীয় যে, গ্রন্থখানি যাদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে, তাদের মনোবিজ্ঞান ও মানসিকতা সম্বন্ধে লেখক সম্যক ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের মজলিসে বসে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আটপৌরে ভাষায় কথা বলতে পারেন। বইখানির ভাষা সরল সহজ, বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল ও বিষয়ানুগ। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও অধ্যায় বিন্যাসন, উপশিরোনামে আভ্যন্তর বক্তব্য উপস্থাপন,

উদ্দিষ্ট তরুণ পাঠকের উপযোগী। আর জীবন কাহিনির মতো জটিল ও কঠিন বিষয়কে সহজ ও সরস কথার মোহে পাঠককে ধরে রাখার ক্ষমতা লেখকের আছে। লেখক একটি কঠিন বিষয়ে হাত দিয়েছেন। কবি বলেছেন :

সহজ কথায় লিখতে আমার কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

সহজ কথাটি সহজে বলা যায় না বলেই শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ ভাষায় কোনো বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা অত্যন্ত কঠিন। স্নেহভাজন মাওলানা আসআদ সাহস করে এ কঠিন কাজটিতে হাত দিয়েছেন। তাকে এ আসরে খুশআমদিদ জানাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি যাদের উদ্দেশ্যে রচিত তাদের উপকারে আসবে। রাসূলুল্লাহর জীবনী থেকে নিজের চলার পথে পাথেয় খুঁজে পাবে তারা। এর সঙ্গে বইখানি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এতে বর্ণিত আদর্শের অনুসরণ করতে তরুণদের অনুরোধ করি। আরও একটি কথা, বইখানি তরুণদের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও তরুণদের মুরুব্বী, তরুণদের পিতা-মাতা, ভাই-বোনও এতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ের সমাবেশ খুঁজে পাবেন। খুঁজে পাবেন মনের খোরাক। উপকৃত হবেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা।

বইখানি লেখকের দ্বিতীয় উপস্থাপনা। তাঁর কলম দৃঢ় হোক, হোক অক্ষয়। দুআ করি তাঁর কলম যেন না থামে। আরও অধ্যবসায় ও অধ্যয়ন-সমৃদ্ধ হোক তাঁর ফসল। আমীন।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

১২৯ কলাবাগান, মীরপুর রোড, ঢাকা
ঈদুল আযহা ১৪২০ হি.
১৭ মার্চ ২০০০।

বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক যশস্বী মুহাদ্দিস

শায়খ আবদুল মতিন সাহেব দা. বা.

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর

অভিমত

আলহামদুল্লিাহ! মাওলানা মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান রচিত কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ বইটি আমি প্রায় আগাগোড়া পাঠ করেছি। দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল সংশোধনের পরামর্শও দিয়েছি। বইটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে।

কিশোরদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও বড়দের জন্যও উপকারী হবে বলে আশা রাখি। রাহনুমা প্রকাশনীর সৌন্দর্য-প্রিয়তা এর সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা লেখক ও প্রকাশককে আরো বেশি দীনি খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমীন।

১৪ আগস্ট, ২০১৭ ঈসায়ী

(আবদুল মতিন)

লেখকের কথা

এক.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরানো ছাড়া আমার আর কোনো বক্তব্য নেই। তিনি আমার মতো একজন গুনাহগার বান্দাকে তাঁর প্রিয় হাবীবের জীবনী লেখার তৌফিক দান করেছেন। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কবি হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রাযি.)-এর একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে। তিনি তাঁর অসংখ্য কাব্য-ভাণ্ডারকে এভাবেই উৎসর্গ করেছিলেন, 'আমি আমার কাব্য দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো প্রশংসা করতে পারিনি, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ব্যবহার করে আমি আমার কাব্যকেই প্রশংসিত করেছি।'

আমার বক্তব্যও তা-ই। আমি আমার লেখা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদাকে সামান্যও উঁচু করতে পারিনি, বরং তাঁর নাম ব্যবহার করে আমি আমাকেই ধন্য করেছি।

এই গ্রন্থের কোথাও কোনো দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকলে তার দায়-দায়িত্ব একান্তই আমার। আর ভালো কিছু থেকে থাকলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গিত। লেখকের নাম, যশ, প্রাপ্তি কোনো কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রার্থনা একটি; কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যেন গ্রন্থটির উছিলায় গুনাহগারদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দেন।

দুই.

যাঁদের দুআ, সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রেরণায় এ গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত ও প্রকাশের প্রয়াস পেলাম, যাঁদের ঋণ স্বীকার না করলে আল্লাহ পাকের দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, তাঁদের অন্যতম প্রধান আমার জীবনের ভূষণ, প্রিয় ওস্তাদ, মুরব্বী, জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও সম্পাদক হযরত আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভীর স্নেহদৃষ্টি আর আমার চলার পথের পথনির্দেশক ওস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ—যাঁদের পুত্রতুল্য স্নেহ ও মমতার কথা কোনোদিনই ভুলতে পারব না। আমার ওস্তাদ মাওলানা রশীদ জাহেদ, মাওলানা আবূ তাহের-সহ সকল ওস্তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দু'বাক্যের স্তুতি গেয়ে তাঁদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা যাবে না। আমার শরীরের চামড়া আজীবন তাঁদের পায়ের জুতা বানাবার জন্য বৈধ করে দিলাম।

মুসলিম বাংলা সাহিত্যের পিতৃপুরুষ, ভাষা বিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহাম্মদ সাহেবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন এবং বিভিন্ন সুপরামর্শসহ একটি সুন্দর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন—যা আমার গ্রন্থকে আলোকিতই করেছে। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার আব্বা ও আম্মার—যাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে দীনী ইল্‌ম শিক্ষার জন্য মাদরাসায় না পাঠিয়ে পার্থিব প্রাপ্তির আশায় অন্যত্র পাঠাতে পারতেন; কিন্তু তা না করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির আশায় হাজার হাজার টাকা খরচ করে দীনি ইল্‌ম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন; সেই জন্মকাল থেকে আজ অবধি শিশুর মতো বহন করে চলেছেন; মহান

রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা; তিনিই যেন তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমাকে তাঁদের সুসন্তান হিসেবে কবূল করেন।

তিন.

সবশেষে পাঠক-পাঠিকা, ভাই ও বোনদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, 'প্রেসের ভূত' বলে একটি কথা প্রকাশনাজগতে বহুল প্রচলিত আছে—অনেক চেষ্টা করেছি এ ভূত ছাড়াতে, কিন্তু পেরে উঠিনি। কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবার চেষ্টা করব। পাঠক মহলের কোনো একজনও যদি গ্রন্থটি পাঠ করে সামান্য উপকৃত হন—তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে কবূল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান
জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া
চট্টগ্রাম-৪০০০
০৫.০৪.২০০০।

স্থায়ী ঠিকানা
গ্রাম : কুমের পাড়
পোস্ট : পল্লী কুমের পাড়
শিবচর, মাদারীপুর।

সূচিপত্র

সূচনা—২৫
জন্ম—২৫
বংশ-পরিচয়—২৬
নবীজীর পিতার ইন্তেকাল—২৭
নবজাতক শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—২৮
নবীজীর দুধপান—২৮
শিশু মুহাম্মাদের মদীনা ভ্রমণ—৩৬
দাদা আবদুল মুত্তালিবের ঘরে নবীজী—৩৭
চাচা আবূ তালেবের ঘরে নবীজী—৩৮
সিরিয়া সফরে বালক মুহাম্মাদ—৩৯
ফিজার যুদ্ধে নবীজী—৪০
হিলফুল ফুজুল—৪৩
হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর সঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে—৪৭
কা'বা শরীফ নির্মাণ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৫১
বাণিজ্যতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৫৫
নবুওয়াতের পূর্বে নবীজীর দিন-যাপন—৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবুওয়াতপ্রাপ্তি—৬৩
কুরাইশদের তোপের মুখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৬৯
আবূ তালেবের সঙ্গে কুরাইশ নেতাদের সাক্ষাৎ—৭০
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ—৭২

কুরাইশদের নিপীড়নের মুখে মুসলমান—৭৩
নবীজীকে জব্দ করার নানা কৌশল—৭৭
নবীজীকে জনবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা—৭৯
নবীজীর সঙ্গে কুরাইশ নেতা উতবার সাক্ষাৎ—৮১
সমাজচ্যুত বনূ হাশিম গোত্র—৮৩
বয়কটের অবসান—৮৫
খাজা আবূ তালেব ও হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর ইন্তেকাল—৮৮
তায়েফের খুনরাঙ্গা পথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৮৯
কুরাইশদের নির্মমতার শিকার হযরত আবূ বকর (রাযি.)—৯১
নবীজীর চাচা হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ—৯৪
আবিসিনিয়ার পথে মুসলমানদের হিজরত—৯৫
মুসলমানদের হিজরত, কুরাইশদের শিরপীড়া—৯৭
কুরাইশদের ব্যর্থমিশন—১০৩
নবীজীকে হত্যার সিদ্ধান্ত ও হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ—১০৬
হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ—১১৪
নবীজীর মেরাজে গমন—১১৭
নবীজীর মেরাজ; কুরাইশদের অন্তরজ্বালা—১২৭
আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতি নবীজী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৩০

তৃতীয় অধ্যায়

মদীনার পথে ইসলাম—১৩৩
মদীনায় ইসলাম—১৩৫
মদীনার পথে মুসলমানদের হিজরত—১৩৮
নবীজীকে নিয়ে কুরাইশদের নতুন ভাবনা—১৪২
মদীনার পথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৪৬
‘গারে ছাওরে’ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৪৮

গুহা মুখে মাকড়সার জাল—১৫০
মক্কার পথে পথে অনুসন্ধানী দলের মহড়া—১৫০
বিশিষ্ট ঘোড় সওয়ার সুরাকার রথযাত্রা—১৫৪
মদীনায় নবীজীকে বর্ণাঢ্য গণ-সংবর্ধনা—১৫৯
মদীনায় নবীজীর দিন-যাপন—১৬৭
মদীনায় মসজিদ নির্মাণ—১৬৯
মমতার বন্ধন—১৭৫
আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৭৯
আস্‌হাবে সুফ্‌ফার কাহিনি—১৮১
মদীনার আকাশে অশান্তির কালো মেঘ—১৮৪
কেবলা পরিবর্তন—১৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধের সূচনা—১৯০
মুসলমানদের প্রতিরোধ অভিযান শুরু—১৯১
বদর যুদ্ধ : দ্বিতীয় হিজরী সন—১৯৮
বদরপ্রান্তরে নবীজী—২০৫
যেভাবে আবূ জেহেল নিহত হলো—২১৬
বন্দীদের সাথে নবীজীর আচরণ—২২১
বনূ সুলাইমের বিরুদ্ধে অভিযান—২২৬
সাভীকের অভিযান—২২৭
ইহুদী বনূ কায়নুকার বিরুদ্ধে নবীজীর যুদ্ধাভিযান—২৩০
ওহুদ যুদ্ধ : তৃতীয় হিজরী সন—২৩৪
ওহুদ প্রান্তর—২৪৩
মদীনায় নবীজীকে হত্যার প্রচেষ্টা—২৫৫
বনূ সালাবার বিরুদ্ধে নবীজীর যুদ্ধ অভিযান—২৬১
একটি অলৌকিক ঘটনা—২৬৩

আবূ সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—২৬৪
খন্দক যুদ্ধ : পঞ্চম হিজরী সন—২৬৮
বিশ্বাস ঘাতক বনূ কুরাইযার পরিণতি—৩০৩

পঞ্চম অধ্যায়

ঐতিহাসিক হুদায়বিয়া সন্ধি ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৩০৮
হুদায়বিয়া সন্ধি ও একটি কঠিন মুহূর্ত—৩২২
শর্তের গ্যাঁড়াকলে কুরাইশ—৩২৩
আমর ইবনুল আস ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণ—৩৩১
খায়বর বিজয় : সপ্তম হিজরী সন—৩৩২
মক্কা বিজয় : অষ্টম হিজরী সন—৩৩৮
হুনাইনের যুদ্ধ : অষ্টম হিজরী সন—৩৫০
আওতাস অভিযান—৩৫৬
তায়েফ অবরোধ—৩৫৭
আশ্চর্য এক কাহিনি—৩৫৮
মক্কা ছেড়ে আবার মদীনার পথে নবীজী—৩৫৯
তাবুক যুদ্ধ : নবম হিজরী সন—৩৬১
বিদায় হজ : দশম হিজরী সন—৩৬৮
মক্কার পথে হজ কাফেলা—৩৬৯
ওফাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : একাদশ হিজরী সন—৩৭৩
অন্তিম মুহূর্তে নবীজী—৩৭৮
উল্লেখযোগ্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ—৩৮১